কা ।না ।ডা

উচ্চশিক্ষা বিত্তবানদের জন্য

জসিম মল্লিক *টরন্টো থেকে*

কানাডা এমন একটি দেশ যারা অন্য দেশের ডিগ্রিকে তেমন একটা গুরুত্ব দেয় না। কানাডায় চাকরি করতে হলে সে দেশের ডিগ্রিকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। অনেকে লন্ডন, আমেরিকা থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসেও কানাডায় কাজ পেতে হিমশিম খেয়ে যান। তবে কানাডার কলেজ, ইউনিভার্সিটি, থেকে পাস করা ডিগ্রিধারীদের অন্য যেকোনো দেশে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়। এ জন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ কানাডায় উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য এসে থাকেন। বাংলাদেশ থেকেও অনেকে আসতে চান। কানাডায় বর্তমানে উচ্চশিক্ষা বা পোস্ট সেকেন্ডারি টিউশন ফি এতটাই বেড়েছে যে, তা উচ্চশিক্ষার জন্য বিরাট অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে। গত এক দশকে পোস্ট সেকেন্ডারি এডুকেশন ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে শতকরা ১৩৭ ভাগ। বাংলাদেশী ইমিগ্র্যান্টরা এ দেশে এসে তাদের ছেলেমেয়েসহ নিজেকেও কানাডায় উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে সমাজে স্বাবলম্বী হাওয়ার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু এখানে আগমনের পর অধিকাংশ ইমিগ্র্যান্ট সেই লক্ষ্য অর্জনে হিমশিম খাচ্ছেন। ১৯৯৮ সালে উচ্চশিক্ষা টিউশন ফি ডি রেগুলেটেড করায় প্রতি বছর ১০% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে অধিকাংশ কানাডীয় নাগরিকও ক্রমবর্ধমান টিউশন ফি বৃদ্ধির সঙ্গে নিজেদের সামাল দিতে পারছেন না। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০০৩ সালে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্রদের উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হ্রাস পেয়েছে।

উচ্চশিক্ষা এখন বিত্তবানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে। উচ্চ আয়ের (৮০,০০০ ডলার বার্ষিক আয়) পরিবার থেকে ৮৩% হাইস্কুল গ্র্যাজুয়েট পোস্ট গ্রাজুয়েট/পোস্ট সেকেন্ডারি এডুকেশনে যাচ্ছেন অথচ মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত আয়ের পরিবারের (৫৫,০০০ ডলার) হাইস্কুল গ্র্যাজুয়েট পোস্ট সেকেন্ডারি এডুকেশনে যেতে পারছেন না। নিম্নবিত্তদের মধ্যে অল্পসংখ্যক পোস্ট সেকেন্ডারি উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারছেন। এর প্রধান কারণ অর্থনৈতিক দুরবস্থা। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির হার উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত আয়ের বৈষম্যের কারণে ক্রমশ সামাজিক অসমতা বেড়েই চলেছে।

এখানে অনেকেই ঋণ নিয়ে পড়াশুনা করছেন। অন্টারিও প্রদেশে ছাত্র ঋণের পরিমাণ ২২,৭০০ ডলার অথচ ১৯৯৩ সালে কানাডায় ছাত্র গড় ঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র ৮০০০ ডলার। সম্প্রতি ছাত্র ঋণের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণে সংশ্লিষ্টদের সুদ-আসলে দেড়গুণ, দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে হচ্ছে যা অনেকের জন্যেই বোঝা। ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি এবং ঋণের বোঝা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষা শেষে রোজগারের টাকায় সংসার চালানো শিশুর ভরণপোষণসহ ছাত্ররা পরিশোধ করতে অনেকেই অমানুষিক চাপের মুখে থাকছেন।

অন্টারিও প্রদেশেই পোস্ট সেকেন্ডারি ছাত্রপ্রতি গড় শিক্ষার ব্যয় ফান্ডিং যেখানে ১৯৯১ সালে ৯০৯৩.০০ ডলার ছিল তা ২০০২ সালে নেমে সরকারি ফান্ডিং ৫৯৪৮.০০ ডলারে দাঁড়িয়েছে। ফলে ১৯৯১-৯২ সালে অন্টারিও প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে টিউশন ফি থেকে রেভিনিউ ২২% ছিল। ২০০১-২০০২ সালে টিউশন ফি থেকে রেভিনিউ বৃদ্ধি পেয়েছে ৪১%। এতে বোঝা যায়, সরকার পোস্ট সেকেন্ডারি এডুকেশন খাতে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ। ক্রমান্বয়ে হ্রাস করছে। ফলে পোস্ট সেকেন্ডারি ছাত্রগণ অধিকহারে টিউশন ফি প্রদান করতে বাধ্য হচ্ছেন যা মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত আয়ের পরিবারের ছাত্রদের সাধ্যের

ই ।টা ।লি

আমাদের ছবি আর সমসেক্স

বছর পনেরোর বেশি সমা ধরে নানা কারণে বাংলাদেশের কোনো পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি পুরো দেখা হয়নি। গতকাল কি মনে করে এক বন্ধুর দেয়া 'ঘাড় তেড়া' নামের ছায়াছবিটি দেখতে বসে গেলাম। গল্পের বাঁধনহীনতা, আলোর প্রক্ষেপণ আর অঙ্গসজ্জা যাচ্ছেতাই, সম্পাদনা-নির্দেশনা বেঠিক, নাচ দেখানোর নামে অশোভন মর্দন-কুর্দন, অশ্লীল সংলাপ, সর্বোপরি ছবিতে এক্সট্রা হওয়ার উপযুক্ত নয় এমন মহিলাকে নায়িকা হিসেবে নির্বাচন ইত্যাদি ত্রুটিপূর্ণ ছবিটির সামান্য অংশ দেখার পর তা শেষ করার আর ইচ্ছা রইল না। দু-একজন লোক আমাকে বলেছেন বাংলাদেশের ছবির এই মাপের কারণে কিছু কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রী ছবি করা ছেড়ে দিয়েছেন। আমি সেই সাতভাই চম্পা, জীবন থেকে নেয়া, ডাকবাবু ইত্যাদি ছবির দর্শকদের একজন। অতএব এহেন আজকের বাংলাদেশের ছবি নিয়ে আলোচনা করতে আমার আগ্রহের অনেক কমতি রয়েছে। তারপরও যখন জানতে পারি আমার বয়সের কোনো তরুণ সুজন চুপি চুপি সিনেমা হলে গিয়েছিল, তখন আমি শঙ্কিত না হয়ে পারি না। প্রসঙ্গ পাল্টাচ্ছি। ইতালির পার্লামেন্টারিয়ান মিঃ রবেগ বুতলিওনি'র Euতে জাস্টিস কমিশনার নিয়োগ পাওয়ার কথা ছিল। 'ছেলে এবং মেয়ের মধ্যেই বিয়ে হবে', অবিবাহিতা মা সমাজের একজন ভালো মানুষ নয়' ইত্যাদি মন্তব্যের জন্য বুতলিওনিকে নিয়ে Euতে বাগ্‌বিতন্ডার সূত্রপাত হয়েছিল। যারা পুরুষের সঙ্গে পুরুষের বা মেয়ের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের বা অবিবাহিতাবস্থায় সন্তান জন্ম দেয়ার বিরুদ্ধে নয় বা সমর্থক সেসব Eu পার্লামেন্টারিয়ানের বাধার মুখে ইতালি সরকার তার পরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বুতলিওনির স্থলাভিষিক্ত করেছে। যা হোক, সমাজে অনেক রীতিনীতি বহির্ভূত বিষয় ঘটে যা মেপে নেয়া যায় না। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা দেখেও না দেখার ভান করতে হয়। এটাও এক ধরনের আপস করাই বলতে হবে। তবে এই না দেখার ভান করার অর্থ এই নয় যে এটা সমর্থনযোগ্য কাজ এবং ওটাকে সমাজে সার্টিফিকেট দিতে হবে। সমসেক্স বিবাহের সমর্থকগণ ঐ সার্টিফিকেটই চাচ্ছে। দিন দিন এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুরনো ঐতিহ্য, রেওয়াজ, মূল্যবোধ যেন ক্ষয় পেতে বসেছে। সমসেক্স স্বীকৃতি দেয়া শুরু হলে যারা এর বিরোধিতা করছে তাদেরও কেউ কেউ একদিন সমসেক্সের প্রতি ঝুঁকে পড়তে পারে। কারণ না দেখা না জানা গোপন জিনিসের প্রতি মানুষের চিরাচরিত ঔৎসুক্যকে অবহেলার উপায় নেই। ধর্ম, নৈতিকতার কথা না হয় বাদই দিলাম। এভাবে চলতে থাকলে কয়েক'শ বছরের ব্যবধানে পৃথিবী থেকে মানুষ নামের প্রাণীটির বিলুপ্তি ঘটা শুরু হবে। কারণ সমসেক্সের যুগল থেকে তা কোনো নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি হবে না।

Al-Mamun, VIA-montcllo-35, 25128-Buscih, Italy

বাইরে চলে যাচ্ছে। কানাডার অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অন্টারিও প্রদেশেই এই বিরল ব্যবধান পরিলক্ষিত হচ্ছে। সরকারের এই পলিসি মিডিয়ায় ব্যাপক সমালোচনার মুখ পড়লে ফেডারেল সরকার পোস্ট সেকেন্ডারি টিউশন ফি বৃদ্ধি ফ্রিজ করার ঘোষণা দেয়। এতে সাড়া দিয়ে কানাডার অনেক প্রদেশই টিউশন ফি ফ্রিজ করেছে। ব্যতিক্রম অন্টারিও প্রদেশ। কানাডার ছাত্র সংগঠনগুলো টিউশন ফি বৃদ্ধি না করার ব্যাপক সুপারিশ করেছে সরকারের কাছে।

কানাডা সরকার শিক্ষাকে অধিকতর গুরুত্ব দিলেও পোস্ট সেকেন্ডারি টিউশন ফি বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষা সাধারণ মানুষের কাছে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কানাডা একটি ধনী এবং সমাজকল্যাণ রাষ্ট্র। সুইডেনে উচ্চশিক্ষা কম ব্যয়বহুল। প্রশ্ন হলো, কানাডা কি তার সব নাগরিককে শিক্ষিত করে তোলার মহান দায়িত্ব পালন করছে? উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বিখ্যাত ববরেয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের জন্য কানাডার জনগণ গর্বিত যার জন্য Cenlennial College -এর Students Fighting Against Idish Tution Fees (SFAHTF) একদল ছাত্র বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যেমন এমপিপির কাছে পিটিশন প্রদান, ইনফরমেশন বুথের আয়োজন করে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। কানাডা স্টুডেন্টস ফেডারেশন, অন্টারিও স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন টরন্টো গ্রুপের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে জনমত সৃষ্টির কাজ করছে। জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো কোয়ালিফায়েড ছাত্র-ছাত্রীগণ অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে উচ্চশিক্ষা থেকে বিরত কিংবা নিরুৎসাহিত হবে না। অন্টারিও প্রাদেশিক সরকার টিউশন ফি বৃদ্ধির ইস্যুটিকে প্রাধান্য দিয়ে এটিকে সুনজরে বিবেচনায় এনে কমপক্ষে ১৫% হ্রাস করার সুপারিশ রেখে পোস্ট সেকেন্ডারি খাতে শিক্ষা বরাদ্দ বৃদ্ধির আবেদন জানাচ্ছে। উপরোক্ত সুপারিশসমূহ অন্টারিও প্রদেশ সরকার বিবেচনায় এনে বাংলাদেশী কানাডিয়ান নাগরিকসহ কানাডার সব স্তরের নাগরিকদের উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মোচন করে এদের আগ্রহী ও অনুপ্রাণিত করার আহ্বান জানাচ্ছে।

(সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাঠক যারা কানাডায় পড়তে চান তারা এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলে নিচের ঠিকানায় লিখুন বা ই-মেইল করুন)

Jasim Mallik
jasim-mallik@hotmail.com
75 thornclitte park drive
Apt-203, Toronto, ON,
M4h 1L4, Canada

ফ্রা ন্স

SFM-এর ২০ বছর পূর্তি উৎসব

শাহারা খান

ফরাসি ভাষা শেখানোর একটি সংস্থা Solida rite Formation Mediation (SFM) প্রমিয়ার, দুজিয়েম ও তোয়াজিয়েম তিনটি গ্রুপে দুই সিফটে ভাষা শেখার ক্লাস হয়। সকাল সাড়ে ৮টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা। দুপুর ১.৪৫ থেকে ৪.১৫ মিনিট। সপ্তাহে তিন দিন ক্লাস হয়। SFM শুধু মহিলাদের ভাষা শেখানোর সংস্থা। যেসব মহিলার ছোট বাচ্চা আছে, সেসব মহিলার বাচ্চা রাখার জন্য SFM-এর মাধ্যমে ক্রেস রয়েছে। মহিলারা যে আড়াই ঘণ্টা ক্লাসে থাকে ঐ সময় তাদের বাচ্চারা ক্রেসে থাকে। ক্রেসে রয়েছে বাচ্চাদের খেলাধুলার ব্যবস্থা। মায়ের মতো আদর দিয়ে ক্রেস কর্তৃপক্ষ বাচ্চাদের খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়, জামা পাল্টে দেয়। ফলে ক্রেসে বাচ্চা রেখে মহিলারা নিশ্চিন্তে ভাষা শিখতে পারেন।

প্রমিয়ার ক্লাসের শিক্ষিকা সিলভির সাথে আমি

সঙ্গীতের তালে নৃত্য পরিবেশন করছে দু'জন আফ্রিকান মহিলা

গত ১৯ নবেম্বর ২০০৪ Salle Merthyr Tydfil. 6 place du Marche. 92110 CLICHY স্থানে SFM-এর ২০ বছর পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। দুপুর ২টা থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্বোধনী ভাষণদান করেন SFM-এর প্রেসিডেন্ট মিসেস মিসিলা। প্রেসিডেন্টের ভাষণের পর অনুষ্ঠানে আগত সবাইকে নাস্তা বিতরণ করা হয়। ২.১৫ মিনিটে Vernissage, SFM-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর ছবি প্রদর্শন করা হয়। দুপুর ৩টায় শুরু হয় THEATRE FORUM. কৌতুক নাটক পরিবেশন করা হয়। এতে নানা রকম হাস্যরসের মাধ্যমে নাটক পরিবেশন করা হয়। ভাষা শিখতে যাওয়ার জন্য অফিসে গিয়ে কিভাবে ফসে ভাষায় কথা বলতে হয়, বাচ্চা রাখার স্থানে গিয়ে কিভাবে ফসে ভাষায় আলাপ করতে হয়। এতে কি কি সমস্যা হয় ইত্যাদি বিষয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের অবিহিত করা হয়। এতে SFM-এ ভাষা শেখার কাজে নিয়োজিত ছাত্রীদের তাদের বিভিন্ন সমস্যা বলার সুযোগ দেয়া হয়। বিকাল ৫টায় Gateau D'anniversaire. SFM-এর ২০ বছর উপলক্ষে কেক কাটা হয়। তারপর উপস্থিত সবার মধ্যে কেক বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হয় Concert মানে সঙ্গীতানুষ্ঠান। বিভিন্ন শিল্পী ফরাসি সঙ্গীত পরিবেশন করে। সঙ্গীতের তালে তালে নেচে ওঠে দর্শকের মধ্যে অনেকেই। শিশু, যুবক-যুবতী, এমনকি বৃদ্ধ-বৃদ্ধাও নাচতে শুরু করেন। গানের সুর আর নাচের তালে মুখরিত হয়ে ওঠে হলরুম। রাত ৮টায় অনুষ্ঠান শেষ হয়।

সি ঙ্গা পু র

জন্ম তারিখ বিভ্রান্ত

১. সাজ্জাদ ব্যাংকে গেল নতুন অ্যাকাউন্ট খুলবে। ব্যাংকের স্টাফ সাজ্জাদের কাছে ওয়ার্ক পারমিট চাইতেই সে দিল। সিঙ্গাপুর ব্যাংকে নতুন কোনো অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে ফরেনারদের দেখাতে হয় ওয়ার্ক পারমিট কিংবা পাসপোর্ট। লোকালদের শুধু ic (identity card) হলেই চলে। ic এবং ওয়ার্ক পারমিটেই একজন ব্যক্তির সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় পরিচিতি লেখা থাকে। সে সূত্রে স্টাফ সাজ্জাদের ওয়ার্ক পারমিট অনুসারে ডিটেল্‌স কম্পিউটারে ইনসার্ট করতেই ডেট অব বার্থ চোখে পড়ল। ৬ জুন। অর্থাৎ আজ ৬ জুন। স্টাফ সাজ্জাদের দিকে একবার তাকিয়ে ভাবলো, সৌভাগ্যবান কাস্টমার। চুপচাপ পেছনে গিয়ে আরো কয়েকজন সহকর্মী সঙ্গে নিয়ে এসে সাজ্জাদের হাতে একটা ফুল ধরিয়ে দিয়ে 'হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ' বলে সংবর্ধনা জানালো। সাজ্জাদ হতভম্ব! আজ তার জন্মদিন অথচ সে জানে না! জানবে কি করে? তার জন্ম তারিখটা তো বানানো। মিথ্যে কোনো পরিচিতি কি কখনো মনে রাখা যায়? দীর্ঘদিন ধরে সিঙ্গাপুর চাকরি করায় একটা চঞ্চলতার মধ্যে সাজ্জাদ ব্যাপারটা এভাবে ম্যানেজ করলো, স্টাফ যখন জিজ্ঞেস করলো আজ তো তোমার জন্মদিন, সেলিব্রেট করোনি? সে বললো, অ-হ্যাঁ সকালবেলা অফিস স্টাফ এবং সহকর্মীরা উইস করেছে...

২. সিঙ্গাপুর ITE-তে (Institute of Technical Education) কম্পিউটার টেক্‌নোলজিতে যখন পড়ালেখা করি, আমার জুনিয়র এক বাঙালি ছাত্র আমাকে করলো ITE-তে পুরো কোর্স কমপ্লিট না করে কি ITC-তে (Industrial Technical Certificate) যাওয়া যাবে? আমার অভিজ্ঞতা থেকে বললাম হ্যাঁ পারবেন, তবে আপনাকে ITE HQ (head quarter) থেকে PTT (Pubilc Trade Test) পরীক্ষায় পাস করতে হবে এবং একই সঙ্গে আপনাকে নিজ দেশের মিনিমাম ডিগ্রি পাস সার্টিফিকেট দেখাতে হবে। ছাত্রটি বললো দেশে ডিগ্রি করেছি, সার্টিফিকেটও আছে। সমস্যা হলো, আমার ওয়ার্ক পারমিটের সঙ্গে সার্টিফিকেটে জন্ম তারিখের কোনো মিল নেই। যেহেতু পাসপোর্টের পার্টিকুলার অনুযায়ী ওয়ার্ক পারমিট হয়। আমি অবাক হলাম ছেলেটা আমার অনুসারী বলে। তবে লজ্জা পেলাম না বাংলাদেশী বলে।

৩, কয়েক বছর আগে আমাদের কোম্পানিতে এক বাঙালি এসেছে সাধারণ চাকরি নিয়ে। লোকটিকে দেখতেই বোঝা গেল বয়স ৪০-৪৫ হবে। সে হিসেবে আমরা আঙ্কেল বলেই ডাকতাম। কিন্তু পাসপোর্টে তার বয়স লেখা ২২ বছর। অফিসের স্টাফরা দেখে অবাক হয়ে হাসছিল। একদিন চাচা অসুস্থ হয়ে ডাক্তারের কাছে গেল। ডা. ওষুধ দিতে গিয়ে লোকটির বয়স নিয়ে একটু বিচলিত হলো। দেখতে মনে হয় বয়স ৪৫ কিন্তু লেখা ২২ বছর। সব দেশের ডাক্তারই রোগীকে কিছু ওষুধ বয়স অনুপাতে দিয়ে থাকে। পরে ডাক্তারকে ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলা হলো এভাবে- আমাদের দেশে ic সিস্টেম নেই। তাই পাসপোর্ট করার সময় যেভাবে বয়স বলেছি সেভাবেই পাসপোর্ট হয়েছে। তাছাড়া যদি পাসপোর্টে বয়স লিখতাম ৪৫ তাহলে সিঙ্গাপুরে আসতে আমি

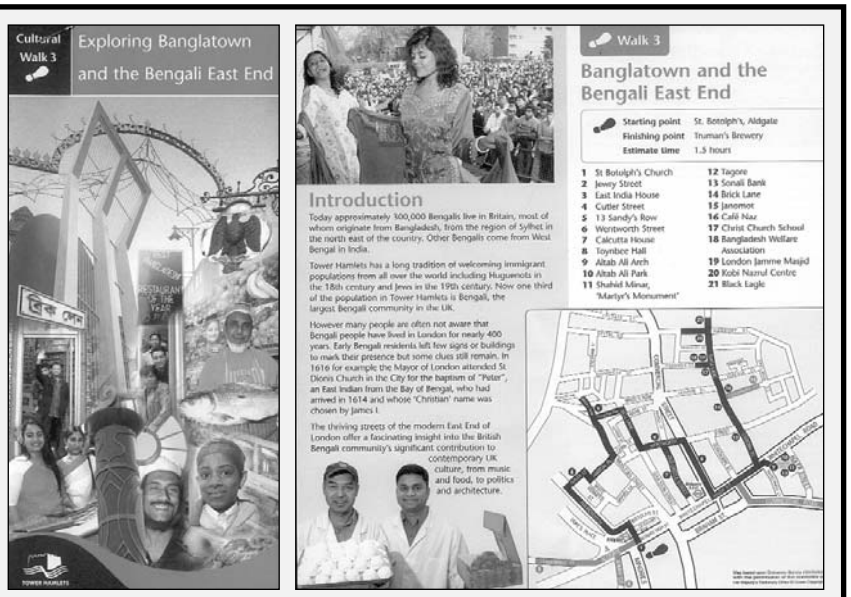

সম্প্রতি টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিল, স্বাধীনতা ট্রাস্টের গবেষণার ভিত্তিতে বাংলাটাউন/ব্রিকলেইন এলাকার ইতিহাসভিত্তিক ওয়াকিং গাইড 'একস্‌প্লোরিং বাংলাটাউন এন্ড দি বেঙ্গলি ইস্ট এন্ড' প্রকাশ করেছে। এই গাইডে বাংলা টাউনে অবস্থিত আলতাব আলী পার্ক! শহীদ মিনার। ব্রিকলেইন আর্চ, বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, ব্রিকলেইন জামে মসজিদ, কবি নজরুল সেন্টারসহ আর অনেক ল্যান্ডমার্কের ঐতিহাসিক তথ্য রয়েছে। এই গাইড সম্বন্ধে লন্ডনের মেয়র কেন লিভিংস্টোন বলেছেন, 'পূর্ব লন্ডনের ঐতিহ্য রয়েছে এবং এই গাইডে বাঙালি লন্ডনকে তুলে ধরা হয়েছে।' গত ৩ অক্টোবর ২০০৪, মাইল এন্ড জেনেসিস সিনেমা হলে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসবে এই গাইডের প্রকাশনা উৎসব হয়।

প্র বা সী দে র প্র তি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। প্রবাসীদের সঙ্গে এ সংযোগটা আমরা চাচ্ছি। প্রবাসীদের অনেকেই তথ্যভিত্তিক লেখা লিখছেন। কিন্তু আমরা চাচ্ছি আপনারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখুন। লিখুন পরবাসী জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় ও বর্ণময় কাহিনী। লিখুন দূতাবাস সমস্যা। ইমিগ্রেশনের নিয়মকানুন, সন্তানের শিক্ষা, বিদেশী বন্ধু বা বান্ধবীর কথা। ২০০০-এর দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। আপনারা লিখুন। সঙ্গে ছবি দিন। ছবি আপনার লেখাকে সমৃদ্ধ করবে। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।- **বিভাগীয় সম্পাদক**

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ

প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.

আনফিট হতাম। পরে ডা. ওষুধ দিলেন তার আসল বয়স অনুপাতে।

৪. সিঙ্গাপুরে নিজের ব্যক্তিগত সরকারি-বেসরকারি অফিসিয়ালি কোনো সমস্যা সমাধান বা ইনকুয়ারি করার প্রয়োজন হলে বেশির ভাগ ফোনের মাধ্যমেই সেরে নেয়া যায়। তবে শুরুতেই ফোনের অপর পাশ থেকে জানতে চাইবে ic/wp(work permit) নাম্বার বা জন্ম তারিখ। আমি নিজে কিংবা অনেক বাঙালি ভাইকে দেখেছি অপর পাশের ব্যক্তিকে লাইনে রেখে ওয়ালেট থেকে পারমিট বের করে জন্ম তারিখ দেখতে হয়। মুখস্থ নেই। কারণ বানানো জন্ম তারিখ তাই। কাস্টমার সার্ভিস ব্যক্তিটি পরে পারটিকুলার থেকে জানতে পারে লোকটি বাংলাদেশী। সুতরাং বিস্মিত হবার কিছুই নেই।

৫. বিদেশে চাকরি সূত্রে অনেক বিদেশী সহকর্মীর Birth day-তে দাওয়াত পড়ে। একে একে সবার মতো আমার পালায় যখন আসে তখন ওয়ার্ক পারমিটের (বানানো জন্ম তারিখ) অনুযায়ী সেলিব্রেট করি। কি যে কষ্ট!

৬. স্কুলে যখন ক্লাস নাইনে রেজিস্ট্রেশন করি, হেড স্যার জিজ্ঞেস করলেন জন্ম তারিখ কত লিখবো? আমিসহ আরো কয়েকজন ছাত্র বললাম, স্যার সঠিক জন্ম তারিখ তো জানি না। এখন কি করবো? স্যার বললো, তাতে সমস্যা নেই। কয়েক বছর কমিয়ে লিখলেই ভালো হয়। পরবর্তীতে ডিগ্রি বা অনার্স শেষে চাকরির বয়স হারানোর আশঙ্কা কম থাকবে। স্যারের কথা অনুযায়ী ১৮ বছরের পরিবর্তে ১৫ বছর লেখা হলো। এ রকম বিভ্রান্তিকর উদাহরণ আমাকে ছাড়াও হয়তো আরো অনেকের হয়েছে।

সঠিক জন্ম তারিখ জানা একটা মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। এবং সেটার সঠিক প্রয়োগ কেরিয়ারের জন্য অনেক ভূমিকা পালন করে। বিদেশীরা বিশ্বাস করতে পারে না আইডেনটিটি কার্ড ছাড়া একজন মানুষের পরিচয় কি? যেকোনো দেশের নাগরিকের একমাত্র আইডেনটিটি কার্ডই পরিচয় দেবে। তাছাড়া একটা দেশের সঠিক জনসংখ্যা নির্ণয় করতে অবশ্যই আইডেনটিটি কার্ডের ওপর নির্ভর করতে হয়। সুতরাং আমি মনে করি এটা একটা সচেতন দেশের, সচেতন সরকারের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব ও কর্তব্য!

৭. সঠিক জন্ম তারিখ জানা একটা মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। এবং সেটার সঠিক প্রয়োগ কেরিয়ারের জন্য অনেক ভূমিকা পালন করে। বিদেশীরা বিশ্বাস করতে পারে না আইডেনটিটি কার্ড ছাড়া একজন মানুষের পরিচয় কি? যেকোনো দেশের নাগরিকের একমাত্র আইডেনটিটি কার্ডই পরিচয় দেবে। তাছাড়া একটা দেশের সঠিক জনসংখ্যা নির্ণয় করতে অবশ্যই আইডেনটিটি কার্ডের ওপর নির্ভর করতে হয়। সুতরাং আমি মনে করি এটা একটা সচেতন দেশের, সচেতন সরকারের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব ও কর্তব্য!

আক্ষেপ : নিজের জন্ম তারিখ জানি না, অথচ একদিন জন্মেছিলাম। বছরের ৩৬৫ দিন কুকর্ম করি আর সুকর্ম করি তার কিছুই মনে রাখি না। তবে বছরের অন্তত ওই দিন জেনেশুনে সু-কর্ম না করলেও কুকর্ম অবশ্যই করতাম না যেদিন জন্মেছিলাম!!

দুলাল মাহমুদ
সিঙ্গাপুর
e-mail:dmahmud75@hotmail.com

সা ।ই ।পা ।ন

মানাগাহা আইল্যান্ড

দিনটি ছিল ১৯ সেপ্টেম্বর রোববার। আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা চার জাতি কোরিয়ান, ফিলিপাইন, নেপাল ও আমরা বাংলাদেশী সব মিলে ১২-১৩ জন, সাইপান আইল্যান্ড থেকে প্রায় ২ কি. মি. পশ্চিমে মানাগাহা আইল্যান্ডে গিয়েছিলাম। সকাল ৮টায় আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠান ডাউন টাউন মার্কেটে সমবেত হলাম। কোরিয়ান মি. কিম তার বন্ধু হেলেনকে নিয়ে এলেন। ফিলিপাইনের এলমার তার আত্মীয় জোসেফ ও স্ত্রীসহ ছেলেমেয়েরা, কারো ভাইয়ের স্ত্রীসহ ছেলেমেয়েরা, নেপালের গুরুং ও তার মেয়ে এবং আমরা বাংলাদেশী কয়েকজনসহ রওনা হলাম যার যার গাড়ি করে স্মাইলিং কোপের দিকে। স্মাইলিং কোপ হচ্ছে অনেকটা ডক্ ইয়ার্ডের মতো। সব ধরনের বোট, স্পিড বোট, শিপ সব তৈরি থাকে, ভাড়ায় যায়। প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্ত ঢেউ দেখে দেখে আমরা শিপে উঠলাম। আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের প্রচুর ট্যুরিস্ট ছিল। সবার গন্তব্য এক আর তা হচ্ছে মানাগাহা আইল্যান্ড। সারেং হর্ন বাজিয়ে যাত্রা শুরু করলো। পালাউ আইল্যান্ডের সারেংয়ের সঙ্গে এর মধ্যে আমাদের খুব ভাব হয়ে গেল। যাত্রার শুরুতেই বৃষ্টি। অবশ্য এই আইল্যান্ডের বৃষ্টি এখন তখন। অর্থাৎ ৫ মিনিট মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে আবার কড়া রোদ। যার কারণে আমরা সবাই এই বৃষ্টিতে অভ্যস্ত। শিপের ভেতর আমরা চার জাতির বাচ্চাদের নিয়ে খুব মজা করলাম। আর দেখলাম মানাগাহা খুব কাছে চলে আসছে। সাইপান দূরে সরে যাচ্ছে। যথাসময়ে মানাগাহাতে পৌঁছে দুজন চলে গেল স্পট বাছাই করতে আর আমরা খাওয়ার বাক্স পেটরা কাঁধে নিয়ে হেলেদুলে মানাগাহা আইল্যান্ডে ঢুকতে লাগলাম। অপূর্ব মানাগাহা। সত্যিই বিধাতার এক অপূর্ব সৃষ্টি, প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে এই আইল্যান্ড যা ঘুরে দেখে শেষ করা যায় না। এই অপূর্ব সৃষ্টিকে মানুষ দিয়েছে রূপ আর তার সঙ্গে আছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যা দেখার জন্য ট্যুরিস্টদের ব্যাকুল আগ্রহ।

ইতিমধ্যে স্পট বাছাই করে নাস্তার পালা। বাক্স পেটরা বহন করে অনেকেই ক্ষুধার্ত হয়েছিল, তা নাস্তা খাওয়ার ধরন দেখে বোঝা গেল। কয়লায় আগুন লাগিয়ে গ্রিলের ওপর তেলাপিয়া মাছের আর শর্টরিবসের বারবাকিউ হতে চললো। এদিকে আমাদের নাস্তার পালা প্রায় শেষ। টুনা মাছের শুশি, কিমছি, মুরগির পাখনা, বিভিন্ন ধরনের সালাদ দিয়ে নাস্তার পালা শেষ হলো। কিন্তু ফিলিপাইনের জোসেফ ধৈর্য ধরতে পারলো না। সে তেলাপিয়ার বারবাকিউ খাবেই। আমি বললাম ওটা দুপুরের জন্য। সে বললো 'পারে' (বন্ধু) বিচে সাঁতার কাটতে গিয়ে যদি পরপারে চলে যাই তাহলে তো আর খাওয়া হবে না। অগত্যা কি আর করা। জোসেফের উছিলায় সবাই একসঙ্গে সুস্বাধু তেলাপিয়ার বারবাকিউ খেলাম। খাওয়ার পর্ব শেষ করেই সবাই হৈ চৈ করে বিচে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কেউ কাপড় পাল্টালো, কেউ চোখে চশমা লাগালো মাছ দেখার জন্য। সারা মানাগাহার বিচে প্রচুর ট্যুরিস্ট। কেউ সাঁতার কাটছে, কেউ বালু নিয়ে খেলছে, কেউ বানানা বোটে, কেউ পেরাসেলিং-এ। কেউ জেসকিতে মজা করছে। কপোত-কপোতিরা হাতে হাত রেখে সমুদ্রের নোনা জলে জলকেলী করছে। কিশোর, যুবতী, বৃদ্ধ সবাই প্রায় অভিন্ন পোশাকে রৌদ্রস্নান করছে। সূর্যের আলো ও সাগরের নোনা জল ট্যুরিস্টদের শ্বেত অঙ্গে এনে দিচ্ছে যেন এক অদ্ভুত সুন্দর সোনা রঙ। মানাগাহার সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে মাছ দেখা। সমুদ্রের জলে বেশিক্ষণ ডুব দিয়ে থাকলে চোখ জ্বালা-পোড়া করে। তার জন্য এক ধরনের চশমা আছে তার সঙ্গে ছোট পাইপ লাগানো তা মুখে দিয়ে পানির নিচে অনেকক্ষণ থাকা যায়। সমুদ্রের নিচে যে আরেক জগৎ তা এখানে না এলে বুঝতাম না। আমি হাতে করে সসেজ ভেঙে দিতেই নানা রঙের মাছ আমার হাত থেকেই সসেজ খেতে শুরু করলো। অবিশ্বাস্য রকমের সৌন্দর্য উপলব্ধি করলাম। সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আনন্দ করতে লাগলো। ইতিমধ্যে দুপুরের খাওয়া শেষ হলো। চার দেশের বিভিন্ন রকমের খাওয়া আমরা খেলাম। সবাই বাংলা বিফকারির প্রশংসা করলো। খাওয়া শেষে আবার যে যার মতো সমুদ্রে লাফিয়ে পড়লো। ক্যামেরার ক্লিক আওয়াজে হারিয়ে গেল সবাই। সকাল আটটা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সত্যিই খুব আনন্দমুখর কেটেছিল। সবার খুবই ভালো লেগেছিল। প্রবাসের ব্যস্ততার ভেতর একত্রিত হয়ে পিকনিক করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। উল্লেখ্য, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের প্রায় ৪০০ মাইল ঘিরে নদার্ন মারিয়ানা চেইন নামে পরিচিত ১৪টি সুন্দর সুন্দর দ্বীপের ভেতরে সাইপান হচ্ছে প্রধান এবং আকর্ষণীয়।

আমাদের অনেকেই নামলো সমুদ্রে

Emu Chowdhury
P.O Box # 504016
SPN-MP- 96950
e-mail: emusaipan@hotmail.com